No. of Printed Pages : 14 **MTT–002**

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

Term-End Examination

June, 2026

MTT-002 : बांग्ला-हिंदी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

नोट : *सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए : 2×10=20

   (क) बांग्ला और हिंदी के बीच क्या-क्या भाषिक और सांस्कृतिक समानताएँ हैं ? सोदाहरण समझाइए।

   (ख) सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बांग्ला और हिंदी में लोकजीवन से जुड़े शब्दों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(ग) बांग्ला और हिन्दी में भाषा में व्याकरणिक भेद स्पष्ट कीजिए।

(घ) बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करते समय वाक्यों की बनावट के चलते किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? उदाहरण सहित समझाइए।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए : 5

(a) যোগাযোগ　　(b) আলাদা

(c) বিনিময়　　(d) আবৃত্তি

(e) বাড়তি　　(f) জমজমাট

(g) মেসমশাই　　(h) রসদ

(i) বালি　　(j) নির্গত

3. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

(क) पधारिए　　(ख) मौसम

(ग) चुनौती　　(घ) आँधी

(ङ) टूटा हुआ　　(च) चमचमाता

(छ) कमीज　　(ज) बारिश

(झ) हंड़िया　　(ञ) चाँदी

4. निम्नलिखित हिंदी मुहावरों–लोकोक्तियों में से किन्हीं **पाँच** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 5×3=15

(क) ऊँट के मुँह में जीरा

(ख) एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी

(ग) सीधी उँगली से घी नहीं निकलता

(घ) घमंडी का सिर नीचा

(ङ) बहती गंगा में हाथ धोना

(च) मान न मान मैं तेरा मेहमान

(छ) नाक कटाना

(ज) लाभ का गुड़ चींटी के पेट में

(झ) सिर मुँड़ाते ओले पड़ना

5. अग्रलिखित में से किन्हीं **तीन** अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए : 3×15=45

(a) এই সময়টায় ওদের দেখলেই চেনা যায়, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চারমাসে বাংলাদেশে যে হাজার-হাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, এখন এই শরৎকালে তাদের দেখলেই বোঝা যাবে-তারা অন্যসব মেয়ের চেয়ে আলাদা। তারা আর কুমারী নয়, তারা এখনও গিন্নী নয়, তারা নতুন বউ | তাদের পা এখন পৃথিবীর মাটি ছোঁয় কী ছোঁয়না।

তাদের মাথায় সিঁথির সিঁদুর বড় গাঢ় , অনভ্যস্ত হাতে সিঁথি ছড়িয়ে চুলের মধ্যেও ছড়ানো সিঁদুরের গুঁড়ো-সেইসঙ্গে মুখেও একটা অবশ আভা সবসময়। হাতের সোনার গয়না অন্যদের চেয়ে বেশি ঝকঝকে, এখন প্রত্যেকদিন তারা এক-একটা নতুন শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোয়, পায়ের চটিজোড়াও নতুন, ব্লাউজ নতুন। অর্থাৎ নতুন বউদের সবই নতুন। গায়ের চামড়াও নতুন রং ধরেছে মনে হয়, ঠোঁটে নতুন রকমের হাসি, পাশের নতুন লোকটির দিকে মাঝে-মাঝে চোরা চাহনি - এইসব মিলিয়ে ওদের আলাদা করে চেনা যায়।

এই লগ্নশায় আমার চেনা পাঁচটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। দুজন নেমন্তন্ন করেছিল আর তিনজন ভুলে মেরে দিয়েছিল।

তা নেমন্তন্ন করুক আর না-করুক, প্রত্যেকের বিয়ের দিনই আমি বিষণ্ন বোধ করেছি। সত্যিকথা বলতে কী, পৃথিবীর যাবতীয় কুমারী মেয়ের বিবাহ সংবাদেই আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি অনুভব করি। যেমন পৃথিবীতে তো প্রতিদিন অসংখ্য শিশু থেকে বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু কোন কুমারী মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনলে আমি আমার বুকে দারুন শেলের আঘাত পাই। মনে হয় পৃথিবীর পক্ষে এ-ক্ষতি অপূরণীয়।

যাইহোক যে-পাঁচজনের বিয়ে হয়ে গেল তাদের মধ্যে দুজন বিয়ের পরেই চলে গেল কলকাতার বাইরে, একজন শিলং আর অন্যজন মাদ্রাজ-সুতরাং আমার চোখে তাদের কুমারী জীবনের ছবিই জেগে রইল। বাকি তিনজনের মধ্যে রত্নার বিয়ে হয়েছে এক বনেদী পরিবারে-তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। দেখা করার জন্য আমি যে খুব উদগ্রীব-তাও তো নয়, আমি তো আর একসঙ্গে সব কুমারীর ব্যর্থ প্রেমিক হতে পারিনা। োর কেউ আমার প্রেমিকা ছিলনা, কিংবা আমাকে প্রেমিক হবার সুযোগ দেয়নি, তবু ওদের বিবাহজনিত আমার যে বিষণ্নতা, সেটা একটা অন্যরকম ব্যাপার-আমি তার ব্যাখ্যা করতে পারবনা।

(b) যদু বংশীয় শূরের পুত্রের নাম বসুদেব | কন্যার নাম পৃথা। অল্প বয়সেই দেখছি পৃথা খুবই সুন্দরী। অংশাবতরণ অধ্যায় হতে জানা যায়, সিদ্ধিদেবীর অংশে পৃথার জন্ম।

শূরের পিসতুতো ভাইয়ের নাম ছিল কুন্তিভোজ। এর কোনো সন্তানাদি ছিল না। কুন্তিভোজ ছিলেন অশ্বনদীর তীরবর্তী রাজ্যের রাজা। তিনি শূরের নিকট একটি সন্তান প্রার্থনা করলে, শূর তাঁর কন্যা পৃথাকে কুন্তিভোজের কন্যা রূপে দান করেন। এই ঘটনাটির দ্বারা প্রমান হয়, সেইকালে কন্যাকেও দত্তক রূপে গ্রহণ করা হতো।রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা বলেই পরে পৃথার নামকরণ হয় কুন্তী। কুন্তীর যৌবনকালের একটি বর্ণনায় পাচ্ছি, তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। দীর্ঘনয়না, রূপ-যৌবন-শালিনী, স্ত্রী-সুলভ গুণবতী, গম্ভীরস্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা। অনেক নৃপতিই সেই তেজস্বিনী নারীকে পত্নীরূপে পাবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন।

পৃথা কি রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা হিসাবে সুখী হয়েছিলেন? কখনও হন নি। বরং তাঁর অল্প বয়সে মনের এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের হয়েছিল। তিনি সারা জীবনে কখনও ভুলতে পারেন নি তিনি তাঁর নিজের পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শিশুর মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিষয়টিকে দেখছি, পৃথা রাজা কুন্তিভোজ গৃহে পালিত হবার সময় সর্বদাই মনমরা হয়ে থাকতেন। অথচ অল্প বয়স থেকেই বুদ্ধিমতী ছিলেন। মনের দুঃখের কথা তিনি রাজ-পরিবারের জ্যেষ্ঠদের কখনও জানতে দিতেন না।

পৃথার বাল্যের ধাত্রীগণ ব্যতিরেকেও ছিলেন অনেক সখী।কিন্তু কুন্তী যে সখীদের সঙ্গে নিতান্ত বালিকা ভাবে চঞ্চলতা প্রকাশ করতেন, এমন দেখা যেতো না। বরং শিশুকালেই যেহেতু তিনি পিতৃমাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, সেইহেতু তাঁর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল।সেটি হলো, তাঁর অনন্য মনোভাব।

(c) সৃষ্টির একটি দূরবর্তী প্রক্রিয়ার অজানা উপাদান সাধারণতঃ পদটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভ্যারাইটি (প্রকার) পদটির সংজ্ঞা নিরূপণ করাও প্রায় সমভাবে কষ্টকর, কিন্তু এখানে এটির প্রায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত অর্থ হচ্ছে বংশ সম্প্রদায়, যদিও এটি কদাচিৎ প্রমাণ করা যেতে পারে। আমরা যাদের বিকৃতাঙ্গ উদ্ভিদ ও প্রাণী বলি তা-ও আছে কিন্তু এরা ক্রমে ক্রমে ভ্যারাইটিতে (প্রকারে) পরিণত হয়। আমি ধরে নিই একটি বিকৃতাঙ্গের অর্থ দেহগঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি, যা সাধারণতঃ প্রজাতির পক্ষে ক্ষতিকর, বা হিতকর নয়। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পেশাগত অর্থে 'পরিবৃত্তি' পদটি ব্যবহার করে, যার অর্থ প্রত্যক্ষভাবে জীবনের ভৌতিক পরিবেশের জন্যই রূপান্তর ঘটে, এই অর্থে 'পরিবৃত্তিগুলি' মনে হয় আনুবংশিক হয় না; কিন্তু বাল্টিক সাগরের ঈষৎ লোনা জলের শম্বুক প্রাণীদের খর্বাবস্থা, অথবা আলপাইন পর্বতশৃঙ্গের উদ্ভিদদের খর্বাকৃতি, অথবা আরও উত্তরদিকের প্রাণীদের ঘনতর লোম, এদের কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ

কয়েক বংশপরম্পরায় বংশগতভাবে প্রেরিত হবে না কে বলতে পারে? এবং এক্ষেত্রে আমি সত্য বলে মনে করি যে আকারটিকে একটি ভ্যারাইটি (প্রকার) বলা উচিত।

আমাদের গৃহপালিত উৎপাদনগুলির ক্ষেত্রে, ও আরও বিশেষ করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, দেহগঠনের আকস্মিক ও বিশেষ পরিমাণ বিচ্যুতি প্রাকৃতিক পরিবেশে কখনও স্থায়ীভাবে বংশবৃদ্ধি করেছে কিনা, তা সন্দেহজনক। প্রত্যেক জীবের প্রায় প্রত্যেকটি অঙ্গ তার জীবনের জটিল অবস্থার সঙ্গে এত সুন্দরভাবে সম্পর্কযুক্ত যে এটি অসম্ভব বলে হয় যে কোন একটি অঙ্গ নিখুঁতভাবে হঠাৎ উদ্ভূত হয়েছে, যেমন মানুষ কি কখনও একটি নিখুঁত জটিল যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ? গৃহপালনাধীন অবস্থায় বিকৃতাঙ্গদের উদ্ভব ঘটে যা ব্যাপকভাবে ভিন্ন প্রাণীদের স্বাভাবিক দেহগঠনের মতো হয়। এভাবে প্রায়শই শুঁড়ের মতো অঙ্গ সমেত শূকরছানা জন্মায়, এবং যদি একই গণের যে কোন বন্য প্রজাতির স্বাভাবিকভাবে শুঁড় থাকত, তাহলে এখানে যুক্তি দেখানো যেতে পারত যে বিকৃতাঙ্গ রূপে এটি আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের পরেও প্রায় সম্বন্ধযুক্ত আকারদের স্বাভাবিক দেহের সদৃশ বিকৃতাঙ্গগুলি আবিষ্কার করতে আমি এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছি। যদি এই প্রকারের বিকৃতাঙ্গগুলি কখনও অবস্থায় আবির্ভূত হয় ও জননে সমর্থ হয় (যা সব সময় ঘটে না),

যেহেতু এগুলি বিরল ও এককভাবে ঘটে, এদের সংরক্ষণ অসাধারণ অনুকূল অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। এরা প্রথম ও পরবর্তী বংশসমূহে সাধারণ আকারের সঙ্গে সঙ্করিত হবে, এবং এরূপে এদের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রায় অনিবার্যভাবে লুপ্ত হবে। একক বা আকস্মিক পরিবৃত্তিসমূহের সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব আমি।

(d) পিরামিড তৈরির সংবাদটি অকল্পনীয় ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল।

দুটো ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে দাঁড় করানো হলো।প্রথমত এমন একটা সংবাদের জন্য জনগণের আনন্দ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলো। অথবা এর বিপরীতে এমন একটা দুর্ভাগ্যজনক আতঙ্ক আর শঙ্কা যেটা জনগণ কখনোই আশা করে নি যে এটা ঘটুক। আর সেই বিষয়টাই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে দিগন্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

মানুষের মুখে মুখে এই রাজ ঘোষণাটি আটত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সম্রাটদের কাছে ছড়িয়ে পড়লো। যেভাবে ঝড়ো বাতাসে বালির স্তূপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

'আমাদের মহামতি সূর্য ফারাও চিওপস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিশরের জনগণকে এল পুতপবিত্র উপহার দেবেন। তিনি

সবচেয়ে সুমহান এক অট্টালিকা, সব কিছুর চেয়ে পবিত্রতার পিরামিড তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাদ্যের তাল এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এমন কি রাজঘোষকদের গলার স্বর বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই প্রদেশের হোমড়া চোমড়া কর্তা ব্যক্তিরা তাদের সবগুলো মাথা একত্রিত করে রাজধানী থেকে তাদের কাছে কোনো নির্দেশনা আসার আগেই কি করা যায় সে বিষয়ে খুব সাবধানে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলো। তারা যখন বাড়ি ফিরছে তখন খুশিতে তাদের চোখমুখ চিক চিক করছিলো।

তারা বলাবলি করছিলো "অবশেষে ভাগ্য ফিরলো। মহান সেই সৌভাগ্যের দিনটি চলে এসেছে। সেদিন থেকেই তাদের হাঁটা-চলা, ইশারা-ইঙ্গিতের মধ্যে একটা নতুন কিছু ছিলো। এক ধরনের গোপন আনন্দ তাদের মাংসপেশিকে সংকুচিত করছিলো আর হাতের মুষ্ঠিকে করছিলো সুদৃঢ়।"

এমন ক্ষিপ্রগতিতে পিরামিড তাদের অস্তিত্বের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলো যে কয়েকদিন যেতে না যেতেই তারা বলাবলি করছিলো, 'ইবলিশ ছাড়া কীভাবে আমরা এর থেকে পরিত্রাণ পাবো।'

6. निम्नलिखित में से किसी **एक** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(क) लड़की देखने की बात महेन्द्र ने की जरूर, मगर वह भूल गया फिर भी अन्नपूर्णा नहीं भूली। उन्होंने लड़की के अभिभावक, उसके बड़े चाचा को जल्दी में श्यामबाजार पत्र भेजा और एक दिन तय कर लिया।

महेन्द्र ने जब सुना कि देखने का दिन पक्का हो गया है तो बोला—"चाची, इतनी जल्दी क्यों की। बिहारी से तो मैंने अभी तक ज़िक्र नहीं किया।" अन्नपूर्णा बोली—"ऐसा भी होता है भला। अब अगर तुम लोग न जाओ तो वे क्या सोचेंगे ?"

महेन्द्र ने बिहारी को बुलाकर सारी बातें बताईं और कहा—"चलो तो सही, लड़की न जँची, तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा।"

बिहारी बोला—"यह मैं नहीं कह सकता। चाची की भांजी को देखने जाना है। देखकर मेरे मुँह से यह बात हर्गिज न निकल सकेगी कि लड़की मुझे पसन्द नहीं।"

महेन्द्र ने कहा—"फिर तो ठीक ही है।"

बिहारी बोला—"लेकिन तुम्हारी तरफ से यह ज्यादती है, महेन्द्र भैया। खुद तो हल्के हो जाएँ और दूसरे के कन्धे पर बोझ रख दें, यह ठीक नहीं। अब चाची का जी दुखाना मेरे लिए बहुत कठिन है।"

महेन्द्र कुछ शर्मिन्दा और नाराज होकर बोला—"आखिर इरादा क्या है तुम्हारा ?"

बिहारी बोला—"मेरे नाम पर जब तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई है तो मैं विवाह करूँगा। यह देखने जाने का ढोंग बेकार है।"

बिहारी अन्नपूर्णा की देवी की भाँति भक्ति करता था। आखिर अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलवाकर कहा—"ऐसा भी कहीं होता है, बेटे। लड़की देखे बिना ही विवाह करोगे। यह हर्गिज न होगा। लड़की पसन्द न आए तो तुम हर्गिज 'हाँ' नहीं करोगे। समझे। तुम्हें मेरी कसम....।"

जाने के दिन कॉलेज से लौटकर महेन्द्र ने माँ से कहा—"जरा मेरा वह रेशमी कुरता और ढाका वाली धोती निकाल दो !"

माँ ने पूछा—"क्यों, कहाँ जाना है ?"

महेन्द्र बोला—"काम है, तुम ला दो, फिर बताऊँगा।"

महेन्द्र थोड़ा सँवरे बिना न रह सका।

(ख) मैं स्वल्प–सन्तोषी हूँ। पतझड़ के झरते पत्ते से अधिक सुन्दर किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। यह धीरे–धीरे, लय के साथ डोलते हुए झरना–मानो धरती के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर, भार–मुक्त तिरना–और उस मुक्त होने में लय पहचानना और उसके साथ एक–प्राण होना—सृष्टि–मात्र में इससे बड़ा सौभाग्य क्या और इससे बड़ा सौन्दर्य क्या... पत्ते यों झरते जाएँ और उन्हें मैं उन्हें देखता जाऊँ–लगता है कि इसी में कालमुक्त हो जाऊँगा।

यों यह बात पते के बारे में जितनी है, खुद मेरे बारे में उससे अधिक है। यों भी जानता हूँ कि लययुक्तगति का मेरे लिए प्रबल आकर्षण है–कोई भी लययुक्त गति–पंछी का पंख फड़फड़ाते हुए क्षण–भर को अधर में अटक जाना; अच्छी तैराकी; घुड़–दौड़ की सरपट; अबाबील की लहराती या बाज की सीधी उड़ान; हिरन की छलाँग जो अपने शिखर पर एक साथ ही निश्चेष्ट और निरायास अग्रसरण हो जाती है—कथकिये के चक्कर या ततकार, और यही क्यों, साँप का डोलना, केंचुए की चाल...लट्टू का घूमना, कुम्हार के चाक पर

सकोरे का रूपायन, इंजिन के शाफ़्ट की खड़कन के साथ भाप की सीटी की ताल, कड़ाही में जलेबी के घोल की चुअन... सूची का कोई अन्त है ?

एकाएक सोचता हूँ कि कितनी सुन्दर है दुनिया–क्योंकि कितनी लययुक्त गतियाँ दीखती हैं इसमें।

यह हो कैसे सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी, और उस पर अकेला भी न हो? राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते; रास्ता उन्हें चुनता है।

नहीं। मैं अकेलापन चुनता नहीं हूँ, केवल स्वीकार करता हूँ।

× × × × ×